দর্শনায় সড়ক দুর্ঘটনার শিকার ব্যাংকের টাকা বহনকারী মাইক্রোবাস, আহত ৩

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় দুই দফায় সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে সোনালী ব্যাংকের টাকা বহনকারী একটি মাইক্রোবাস। এতে দুই পুলিশ সদস্যসহ তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। তবে বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে মাইক্রোবাসটি। দুর্ঘটনার পর চালক পালিয়ে যায়।

গতকাল শনিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টার দিকে দর্শনা হঠাৎপাড়া রেলগেট এবং মা ও শিশু হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা আহত ভ্যানচালককে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রথমে হঠাৎপাড়া রেলগেট এলাকায় বাসের সাইড দিতে গিয়ে ব্যাটারিচালিত পাখিভ্যানকে ধাক্কা দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায় সোনালী ব্যাংকের টাকা বহনকারী মাইক্রোবাসটি। এতে গুরুতর আহত হন ভ্যানচালক। তবে মাইক্রোবাস চালক পেছনে ফিরে তাকাননি।

পরে দর্শনা মা ও শিশু হাসপাতালের কাছে মাটি কাটা এক্সকাভেটরকে সাইড দিতে গিয়ে দ্বিতীয়বার দুর্ঘটনার শিকার হয় মাইক্রোবাসটি। এতে সোনালী ব্যাংকের সহকারী অফিসার (অর্থ) আশিকুজ্জামান, দুই পুলিশ সদস্য ও মাইক্রোবাস চালক আহত হন। দুর্ঘটনার পর চালক শাহিন পালিয়ে যান।

সোনালী ব্যাংকের সহকারী অফিসার (অর্থ) আশিকুজ্জামান বলেন, আমি বারবার ড্রাইভারকে বলছিলাম গাড়ি আস্তে চালাতে, কিন্তু তিনি কর্ণপাত করেননি। আমরা চুয়াডাঙ্গা সোনালী ব্যাংক থেকে ১ কোটি ৭০ লাখ টাকা মাইক্রোবাসযোগে দর্শনা সোনালী ব্যাংকে নিয়ে যাচ্ছিলাম। আল্লাহর রহমতে বড় দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেছি।

দর্শনা শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নাজিম বলেন, আমি মোটরসাইকেলে চুয়াডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিলাম। আমার সামনেই এ দুর্ঘটনা ঘটে। মাইক্রোবাসটি অল্পের জন্য গর্তের ভেতর পড়ে যাওয়া

থেকে বেঁচে যায়। পড়ে গেলে কেউই বাঁচতে পারত না। পরে আমি তাদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠাই এবং টাকাগুলো দর্শনা সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তার কাছে বুঝিয়ে দিই।

রাজবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত

রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় রজব আলী (৪৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টার দিকে উপজেলার মওরাট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রজব কালুখালী ঘাটোরা ঘাট গ্রামের তোফাজ্জেল হোসেনের ছেলে।

পাংশা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালাউদ্দিন জানান, রজব মোটরসাইকেল করে পাংশা থেকে বাগদুলির দিকে যাচ্ছিল। এ সময় একটি বালু বোঝাই ট্রাক তার মোটরসাইকেলটিকে পেছন থেকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

এ ব্যাপারে পাংশায় থানায় মামলা এবং ট্রাক চালক ও হেলপারকে আটক করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনা ও

ট্রেনে কাটা পড়ে দুইজনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনা ও ট্রেনে কাটা পড়ে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। এতে আহত হয়েছে আরও দুজন। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সদর উপজেলা মোড়ে বাস ও অটোরিকশার সংঘর্ষে দবোরা খানম সারিকা নামে এক আইনজীবী নিহত হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, উপজেলা মোড় এলাকায় একটি অটোরিকশা হঠাৎ মহাসড়কে উঠে গেলে চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা শ্যামলী এন.আর পরিবহনের বাস সেটিকে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত হন আইনজীবী সারিকাসহ আরও দুইজন। স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা আইনজীবী দবোরা খানমকে মৃত ঘোষণা করে।

এদিকে, দুপুর ১২টার দিকে কুষ্টিয়ার পোড়াদহে ট্রেনে কাটা পড়ে মিজানুর রহমান নামে আরও এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

কুষ্টিয়া মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোশারফ হোসেন জানান, দুর্ঘটনায় নারী আইনজীবী নিহত হয়েছেন। আরও দুইজন আহত হয়ে জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি আছেন। এছাড়াও ট্রেনে কাটা পড়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। দুজনের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

দামুড়হুদায় সড়ক দুর্ঘটনায় স্কুলছাত্র নিহত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় জিহাদ নামের এক স্কুলছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) ভোরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

নিহত জিহাদ (১৬) পাটাচোরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র ও একই গ্রামের জাহিদুল ইসলামের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্বজনরা জানায়, গতকাল রোববার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা কাউন্সিল মোড় এলাকায় মুজিবনগর-কার্পাসডাঙ্গা সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ওই সময় দ্রুতগামী একটি মোটরসাইকেল মোড় ঘুরতে গিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা আরেকটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে জিহাদ ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়। তার মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত লাগে।

তারা আরও জানান, দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। তবে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা রাতেই তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। পরে আজ ভোর ৫টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানেই জিহাদের মৃত্যু হয়।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, ঘটনার বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তবে যদি অপমৃত্যুর মামলা হয়, তাহলে তা রাজশাহীতেই হবে বলে জানান তিনি।

খুলনায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৪

খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার জিলেরডাঙ্গা এলাকায় যাত্রীবাহী ইজিবাইকের সঙ্গে একটি পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে চারজনে দাঁড়ালো। সোমবার (২৫ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সাতজন যাত্রী নিয়ে ডুমুরিয়া বাজার থেকে খুলনা নগরীর গল্লামারীর উদ্দেশে যাত্রা করছিল একটি ইজিবাইক। খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের জিলেরডাঙ্গা এলাকায় পৌঁছলে বিপরীত

দিক থেকে আসা দ্রুতগামী একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে ইজিবাইকটির সংঘর্ষ হয়।

সংঘর্ষে ইজিবাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই ইজিবাইকের চালক মুজাহিদুল মোড়ল (২৫) ও যাত্রী রিনা খাতুন (৪৭) নিহত হন। পরে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর রুস্তম আলী খান (৬৪) এবং অজ্ঞাত (৪০) মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত একজনকেকে ডুমুরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

দুর্ঘটনার পর কিছু সময়ের জন্য খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার কাজ চালায় এবং মহাসড়কে স্বাভাবিক যান চলাচল নিশ্চিত করে। দুর্ঘটনাকবলিত ইজিবাইকটি উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস।

এদিকে সংঘর্ষের পরপরই পিকআপ ভ্যানের চালক ও সহকারী পালিয়ে যান। পুলিশ তাদের আটকের চেষ্টা করছে।

ডুমুরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাসুদ রানা জানান, ঘটনাস্থলেই দু’জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া আরো দুইজনের মৃত্যুর খবর শুনেছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ কাজ করছে।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই স্কুলছাত্র নিহত, আহত ৩

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার দড়িগোবিন্দপুর এলাকায় দুই মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে ২ স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে।

আহত হয়েছে আরও ৩ জন। বুধবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলো- দড়িগোবিন্দপুর গ্রামের কোরবান আলীর ছেলে আরাফাত হোসেন (১৬) ও একই গ্রামের ইমরান হোসেনের ছেলে শিহাব (১৬)।

আরাফাত ঝিনাইদহ শহরের মল্লিক শহিদুল ইসলাম কারিগরি স্কুল এন্ড কলেজের ও শিহাব কাঞ্চননগর মডেল স্কুল এন্ড কলেজের ৯ম শ্রেণীর ছাত্র ছিলো।

স্থানীয়রা জানায়, রাত ৮ টার দিকে শিহাব ও আরাফাত মোটরসাইকেলে পার্শবর্তী বয়েরাতলা বাজারে যাচ্ছিলো। পথে দড়িগোবিন্দপুর মৌরিবাড়ি এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেলের সাথে ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয়। এতে ৫ জন আহত হয়।

সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে শিহাব, আরাফাত ও বাইসাইকেল চালককে ফরিদপুরে রেফার্ড করে। ফরিদপুরে যাওয়ার পথে শিহাব ও ঢাকায় যাওয়ার পথে আরাফাত মারা যায়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ না থাকায় মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডুতে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে ইঞ্জিনচালিত লাটা হাম্বা গাড়ির সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল চালক নাজমুল হুদা
(৩০) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার (১৮ জুন) সকালে উপজেলার ভায়না-বাগআঁচড়া মাঠের মধ্যে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নাজমুল হুদা ভবানীপুর গ্রামের ইসাহাক আলী ছেলে। তিনি একটি বেসরকারি কোম্পানির এস.আর হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে নিজ বাড়ি থেকে মোটরসাইকেল চালিয়ে কুষ্টিয়া শহরের দিকে অফিসে যাচ্ছিলেন নাজমুল হুদা। পথে ভায়না-বাগআঁচড়া মাঠের মধ্যে পৌঁছালে একটি ইঞ্জিনচালিত লাটা হাম্বা গাড়ি ওভারটেক করার সময় সেটির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়।

এতে তিনি ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে

উদ্ধার করে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথেই তিনি মারা যান বলে কর্তব্যরত চিকিৎসক নিশ্চিত করেণ হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম হাওলাদার দূর্ঘটনায় নিহতের খবর নিশ্চিত করে জানান, কিভাবে দূর্ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখে এ ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত সৌরভের দাফন সম্পন্ন

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত সৌরভকে পৌর কবর স্থানে দাফন করা হয়েছে।

গত সোমবার মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়াদিতে দুইটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে সৌরভ নিহত হন। এ ঘটনায় একই পরিবারের চারজনসহ মোট পাঁচজন আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন নাজমুল হোসেন, মাসুদ রানা, মাসুদের স্ত্রী সীমা খাতুন এবং তাদের যমজ দুই মেয়ে শাফিনা ও মেহেরিমা।

নিহত সৌরভ মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ার বাসিন্দা, তিনি আজাদ আলীর ছেলে। আহত নাজমুল হোসেন শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার মেরাজ হোসেনের ছেলে। মাসুদ রানা সদর উপজেলার বলিয়ারপুর গ্রামের মনি মণ্ডলের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সৌরভ ও নাজমুল একটি মোটরসাইকেলযোগে চুয়াডাঙ্গার দিক থেকে মেহেরপুরের দিকে আসছিলেন। একই সময় মাসুদ রানা তার স্ত্রী ও দুই মেয়েকে নিয়ে আরেকটি মোটরসাইকেলে করে চুয়াডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিলেন। বাড়াদিতে পৌঁছালে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে ছয়জন গুরুতর আহত হন।

খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক সৌরভকে

মৃত ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় ছাগল ব্যবসায়ীর মৃত্যু, আহত ৪

মেহেরপুরে ছাগল বিক্রি করে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় নজিম উদ্দিন (৬৪) নামে এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও চারজন ছাগল ব্যবসায়ী।

বুধবার (৪ জুন) দুপুর সাড়ে ৩টার দিকে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক মহাসড়কের দরবেশপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নজিম উদ্দিন চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ডোম্বলপুর গ্রামের বাসিন্দা।

স্থানীয়রা জানান, একটি যাত্রীবাহী বাসকে ওভারটেক করতে গিয়ে সামনে থাকা ড্রাম ট্রাক দেখে নিয়ন্ত্রণ হারায় ইঞ্জিনচালিত আলগামনটি। এতে সেটি উল্টে গেলে ঘটনাস্থলেই নজিম উদ্দিন নিহত হন। আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, “পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আলামত সংগ্রহ করেছে। লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে হিরোইজম বন্ধ করতে হবে-সুখী ইসলাম

ইংরেজি শব্দ হিরোইজমের আক্ষরিক অর্থ হলো বীরত্ব, যা সাধারণত ইতিবাচক হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। কিন্তু ইদানীং এই শব্দটি আর ইতিবাচক অর্থে যায় না বরং এর পরিবর্তে তা অনেক সময় নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ করে। এই যে অল্প বয়সিদের হাতে মোটরসাইকেল উঠছে, দুর্ঘটনা ঘটছে এর পেছনেও আছে এই হিরোইজম প্রবণতা।

আমাদের দেশে উঠতি বয়সি কিশোরদের মাথায় চেপে বসছে হিরোইজমের ভূত। এরা জানেই না প্রকৃত বীরত্ব আসলে কী বা কোন কাজে তা অর্জন করা যায়। রাস্তায় তীব্র বেগে মোটরসাইকেল চালানোতে কোনো হিরোইজম থাকে না বরং নিরাপদে এবং গতি মেনে মোটরসাইকেল বা অন্য যান চালানোতেই প্রকৃত হিরোইজম থাকে। রাস্তায় উচ্চ গতিতে রেসিং করে কোনো হিরোগিরি ফলানো যায় না। বরং ধীরগতিতে বাইক চালিয়ে সুস্থভাবে ঘরে ফেরাকে হিরোইজম বলে।

এই হিরোইজমের অংশীদার কিন্তু অভিভাবকরাও। তা সে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়। এখন প্রশ্ন আসতে পারে আমি কেন অভিভাবকদের দিকে আঙ্গুল উঠাচ্ছি? অভিভাবকরা সন্তানের আবদার পূরণ করতে গিয়ে যেকোনো ভাবেই মোটরসাইকেল কিনে দিচ্ছেন। শিশু-কিশোরদের হাতে ব্যবহৃত হওয়া মোটরসাইকেল যে প্রয়োজনীয় নয় সে কথা জোর দিয়েই বলা যায় বটে। সন্তানরাও এক ধরনের ব্ল্যাকমেইল করছেন অভিভাবকদের। বন্ধুর আছে তাই আমাকেও কিনে দিতে হবে। সে বাবার সামর্থ্য থাক আর না থাক দিতেই হবে। অনেক কিশোর আবার অভিমান করে, না খেয়ে থেকে এমনকি আত্মহত্যার মতো ঘটনার ভয় দেখিয়েও অভিভাবকের কাছ থেকে এসব আদায় করছে। আবার একশ্রেণির অভিভাবক আছেন যারা মোটরসাইকেলের প্রতি সন্তানের ঝোঁক দেখে জেএসসি অথবা এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেলে মোটরসাইকেল কিনে দেওয়ার আশ্বাসও দেন। আবার কিছু অভিভাবক টাকার গরমে শো অফ করতে কিনে দিচ্ছেন ‘ভয়ঙ্কর মৃত্যুফাঁদ মোটরসাইকেল’।

প্রাইভেট পড়া থেকে শুরু করে বন্ধুরা মিলে একসঙ্গে রেসিং সবকিছুই চলে মোটরসাইকেলে। স্কুল কলেজের সামনে পিছনের কিংবা সামনের চাকা উঠিয়ে স্ট্যান নিয়ে মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এমন কি মেয়েদের টিজ করাও চলে মোটরসাইকেলে। স্কুল কলেজের সামনে মোটরসাইকেল দিয়ে বিকট শব্দ করা। মোটরযান আইন ভেঙ্গে মোটরসাইকেলের অতিরিক্ত একটি

সাইলেন্সার পাইপ (এডজাস্ট পাইপ) লাগিয়ে বিকট শব্দ করে জানান দেয় আমি আসছি! অলিগলিতে এসব মোটরসাইকেল বেপরোয়া গতিতে চালাতে দেখা যায়। উঠতি বয়সী বাইকারদের বাইক চালনার স্টাইল দেখে অনেক সময় নিজেদেরই ভয় করে। জীবন বাঁচাতে নিজেদেরই সাইড দিতে হয়। অথচ এই গতিতে চালানোর জন্য উপযুক্ত রাস্তা এসব নয়। দ্রুতগতির সঙ্গে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার পরিমাণ বাড়ছে। যেমন- অনেক সময় সামনের চাকা উঁচু করে মোটরসাইকেল চালাতে দেখা যায়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে অধ্যয়নরত কিশোররা তিন-চারজন করে বন্ধু নিয়ে মোটরসাইকেল চালাচ্ছে সর্বোচ্চ গতিতে। তারা উচ্চ শব্দ করে একাধিক মোটরসাইকেল রেসিং এ মেতে উঠছে। আবার কেউ কেউ মোটরসাইকেল অতিরিক্ত গতিতে চালিয়ে মোবাইলে ভিডিও ধারণ করছে টিকটকের জন্য। এই কাজগুলোর পেছনেই কিন্তু কাজ করছে হিরোইজম।

এছাড়া রাজনৈতিক বড় ভাইয়ের প্রভাবে মোটরসাইকেল নিয়ে বেপরোয়া গতিতে ছুটছে কিশোর-যুবকরা। তারা মোটরসাইকেলে মহড়া দিচ্ছে হেলমেট ছাড়াই। বর্তমানে কিশোর ও যুবকদের কাছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মোটরসাইকেল বেশ লোভনীয়। উঠতি বয়সী এসব শিশু, কিশোর ও যুবকরাই মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যাচ্ছে বেশি। বাইকে চড়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছে এসব কিশোর, তরুণ ও যুবক। তাদের মোটরসাইকেলের গতি থাকে সর্বোচ্চ। গতি দেখে ভয় পাচ্ছেন পথচারী ও অন্য যানবাহন চালকরাও।

মোটরসাইকেলের বেপরোয়া গতি সড়কে বাড়ছে দুর্ঘটনা। এসব দুর্ঘটনায় বেশিরভাগই প্রাণ হারাচ্ছে উঠতি বয়সের ছেলেরা। অনেক ক্ষেত্রে আবদার পূরণে শখের বাহন কেড়ে নিচ্ছে আদরের সন্তানের প্রাণ।

বাইক চালকদের ৫৮ শতাংশেরই বয়স ১৪-১৮ বছরের মধ্যে। শখ পূরণে অনেক অভিভাবকই কম বয়সী সন্তানদের হাতে আধুনিক মডেলের উচ্চগতির মোটরসাইকেল তুলে দিচ্ছেন। এই কিশোরদের অধিকাংশই কোনো নিয়ম মানে না। দেশে নিবন্ধিত মোটরযানের প্রায় ৭১ শতাংশই মোটরসাইকেল। এই মোটরসাইকেল চলে গেছে দুই ধরনের লোকের কাছে। যাদের কেউ শখ করে মোটরসাইকেল ব্যবহার করেন, কেউ বাধ্য হয়ে। আর এদের অনেকেই হচ্ছেন অদক্ষ চালক। একটি মানসম্মত হেলমেট বাইক চালকের মৃত্যুঝুঁকি ৪৮ শতাংশ কমিয়ে আনতে পারে। কিন্তু বাইক চালকদের অধিকাংশের হেলমেট নিরাপদ না। তারা হেলমেটের নামে যা মাথায় দেয়, তাকে বড় জোর ‘প্লাস্টিকের ক্যাপ’ বলা যায়।
দেশে গত এপ্রিলে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল ও থ্রি-হুইলারে সবচেয়ে বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। এপ্রিলে ৫৯৩টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৮৮

জন নিহত এবং ১ হাজার ১২৪ জন আহত হয়েছেন।
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে নারী ৮৬ জন ও শিশু ৭৮ জন। এ ছাড়া নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ৩৮ দশমিক ৯৪ শতাংশ মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় এবং থ্রি-হুইলার দুর্ঘটনায় ২০ দশমিক ২৩ শতাংশ মানুষের মৃত্যু হয়।

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে বেপরোয়া চালনা, মাত্রাতিরিক্ত গতি, আইন না মানা এবং চালকদের সঠিক প্রশিক্ষণ না থাকা।একটু পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, মোটরসাইকেল চালকরা ঘনঘন লেন পরিবর্তন করেন। লেন পরিবর্তনের ফলে অপরদিক থেকে আসা পরিবহনের ওপর উঠিয়ে দেন। অর্থাৎ মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার প্রধান কারণ চালকদের বেপরোয়াপনা। এ কারণে মোটরসাইকেলচালকদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি তাদের ট্রাফিক আইন সম্পর্কে জানাতে হবে। সবচেয়ে যা জরুরি তা হলো, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মনিটরিং। চালক বেপরোয়া গতিতে মোটরসাইকেল চালালেই তাকে থামিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মৃত্যুর একটি বড় কারণ হেলমেট না থাকা কিংবা নিম্নমানের হেলমেট ব্যবহার করা। তাই শুধু শহরেই নয়, গ্রামাঞ্চলেও চালক ও আরোহীর ভালো মানের হেলমেট ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

মোটরসাইকেল চালানোর জন্য সড়কে আলাদা কোনো লেন নেই। ফলে চালককে বিশৃঙ্খলভাবে মোটরসাইকেল চালাতে দেখা যায়। মোটরসাইকেলের জন্য আলাদা লেন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। বেপরোয়া গতিতে মোটরসাইকেল চালানো বন্ধ করতে পারলে দুর্ঘটনা উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসবে তাতে সন্দেহ নেই। তাই মোটরসাইকেল চালকদের মোটিভেশনেরও দরকার আছে। আর তা হতে পরে পরিবারের ভেতরেই। পরিবারের অন্য সদস্যরা যদি মোটরসাইকেল চালক সদস্যকে সাবধানে চালানোর দীক্ষা দিতে পারেন, তাহলে তা দুর্ঘটনা রোধে বড় সহায়ক হবে বলে মনে করি।